ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার - ২২
আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বইমেলা আপনার আমার হৃদস্পন্দন

।। ড. সেবিকা ধর ।।

বই হচ্ছে জীবনের অঙ্গ। চোখ, মস্তিস্ক, হাত, পা ছাড়া যেমন শরীর অচল হয়ে যায়, শরীরের কোনো ধর্ম পালন করা যায় না। মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অক্ষর এবং অক্ষর যাপনের এক গভীর যোগ আছে। বই ছাড়া সভ্যতা এগোয় না। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে যদি অনুধাবন করা যায় তাহলে দেখা যাবে বইয়ের প্রাচীন রূপ কখনও পুঁথি হিসাবে, কখনও টালির ওপর খুঁদিত বর্ণমালা হিসাবে, কখনও ইটের ওপর লেখা বা পাথরের ওপর লেখা অক্ষর লিপি হিসাবে, কখনও তালপাতা বা ভূর্জপত্রের ওপর, কখনও বা চামরের উপর লেখা এই যে প্রাচীন পদ্ধতি তা ক্রমে ক্রমে আজকের দিনে এসে পৌঁছেছে।

যে বই পাঠককে প্রতিনিয়ত ভাবাতে থাকে, তার চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, যে বই জীবনকে বদলে দিতে পারে, সেই বই ভালো বই। অনেক জনপ্রিয় সাহিত্য কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। যা মনে থেকে সময়কে অতিক্রম করে, তাই মহৎ সাহিত্য।

বইমেলা মানে হচ্ছে বইয়ের সঙ্গে মিলন। বই হচ্ছে জ্ঞানের দরজা, বই হচ্ছে জ্ঞানের জানালা। সেই জ্ঞানের দরজা এবং জানলা না খুলে দিলে বাইরের পৃথিবীর যে আলো ও বাতাস, রোদ্দুর এসে না পৌঁছোলে আমাদের মস্তিষ্ক ক্রমশঃ একটা শুকনো নিরস ভূখন্ডে পরিণত হয় এবং কখনও এখনও তারমধ্যে অজ্ঞানতা নামের ফাঙ্গাস আক্রমণ করে। যার ফলে আমাদের চেতনা এবং চৈতন্য বিলুপ্ত হওয়ার পথে যায়।

ত্রিপুরার বইমেলা এবার ৪২ বছরে পা দিল। শুরুতে বইয়ের স্টলগুলোর কোনো রকম ভাড়া ছিল না শুধু মাত্র বইমেলাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এই প্রচেষ্টা ছিল। পরবর্তীতে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে স্টলের খরচ বাবদ কিছু টাকা দিতে হয় প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে। পাশাপাশি বীরচন্দ্র লাইব্রেরি প্রচুর বই কিনত। আজও সেই ধারা অব্যাহত। ফলে বইমেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে একটা মানসিক ও বৌদ্ধিক উত্তরণ ঘটত।

কিন্তু কথা হল আজকের এই ডিজিটাল দুনিয়ায় বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ কেন? আমরা তো ইচ্ছে হলে দোকানে গিয়ে বই কিনতেই পারি। তাছাড়া অনলাইনে ঘরে বসেই বই কিনতে পারি এবং মানুষের যে স্বাভাবিক বোধ এবং বিকাশ তারসঙ্গে ইন্টারনেট, ইমেল, গুগল, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি যে আধুনিক যন্ত্রপাতি তারসঙ্গে যুক্ত হয়েছে ই-বুক, পি ডি এফ-এর রমরমা। তা সত্বেও বইয়ের একটা আদর এবং কদর রয়েই গেছে। আর এই আদর ও কদর থাকবেই। যেমন কি না আমরা ছবিতে আমরা কোনো স্থানের অবস্থান দেখি। কোনো সমুদ্র, অরণ্য কিংবা পর্বত বা ঐতিহাসিক স্থান বা ধর্মস্থান দেখি। কিন্তু তার কাছে গেলে বা স্পর্শ করলে বা তা ছুঁয়ে দেখার যে অনুরনন, অনুভব তৈরি হয় তার আনন্দই আলাদা। ফলে বইমেলাকে নিজ চোখে দেখা এবং সেই মেলার যে প্রচার ও প্রসার তারজন্যও বইমেলা আজ খুব জরুরি। এই বইমেলা যত প্রচারিত হবে, যত প্রসারিত হবে, তার দিগন্ত উন্মোচিত হবে তত মানুষের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করবে এবং করতেই থাকবে।

২য় পাতায়

আজকাল পি ডি এফ-এ বই পড়ার সুবিধার কথা অনেকেই বলছেন। আবার অনেকে বলছেন গাছ বাঁচাও, গাছকে রক্ষা কর। ফলে কাগজের বই না পড়ে পি ডি এফ পড়তে। কিন্তু আধুনিক টেকনোলজির যে জঞ্জাল তাও কিন্তু কম নয়। ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে তা কোথায় রাখব? গাছ রক্ষা করা নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু বাতিল হয়ে যাওয়া কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ সেই বর্জ্য কোথায় ফেলব, সেটা নিয়ে কেউ ভাবে না। তাছাড়া যদি কোনও কারণে কম্পিউটারের ভেতরে সমস্ত উড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় বা ভাইরাস ঢুকে পড়ে কিংবা কোনও কারণে এমনি এমনি মুছে যায় বা ডিলিট হয়ে যায় তখন একেবারে আমাদের মাথায় বাজ পরার সামিল। কিন্তু প্রকাশিত বই বা ছাপার বই হলে সেটি বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই বইকে রক্ষা করে যুগের পর যুগ আমরা বই নিয়ে চলতে পারি। ফলে বইমেলা থাকবেই, বইয়ের প্রতি ভালোবাসা থাকবে। তবু মানুষ পি ডি এফ পড়বে। আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরোধী নই। মানুষ ইন্টারনেটও ব্যাবহার করবে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কাগজে ছাপা যে বই, তাকে স্পর্শ করে তার যে আনন্দ, তার প্রিয় উপহার হিসাবে যখন বই আসে তখন তার যে খুশি বা তার যে অনুভব সেটা আমরা বোধ করতে পারি। যা পি ডি এফ বা ই-বই বা ইন্টারনেট পড়ে হয় না।

অনেকেই বলি বইয়ের দাম বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাগজের দাম বাড়ছে। ফলে বইয়ের দাম বাড়ছে। বাঁধাই খরচ বাড়ছে, ছাপার খরচ বাড়ছে, সব বাড়ছে। এখন আমরা সবসময় বলি বইয়ের দাম বাড়ছে। তা ঠিক। সত্যিই বইয়ের দাম বাড়ছে। কিন্তু আমরা যারা সম্পন্ন তারা অনায়াসে একটা দোকানে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকায় জুতো কিনলাম, একটা প্যান্ট কিনলাম অক্লেশে সাত হাজার টাকায়, পাঞ্জাবি কিনি পাঁচ হাজার টাকা, শাড়ি কিনি তিন থেকে চার হাজার টাকায়, খাবারের বিল দিই হাজার হাজার টাকা, সেখানে একটা বই যদি এক হাজার টাকা হয়, ঠিক তখনই আমরা বলি, উফ ভীষণ দাম। আমাদের এই বোধটাকে কিন্তু বদলাতে হবে।

মানুষের আয় উপরিতল খানিকটা হলেও বেড়েছে। ফলে তারা ভোগ্যপণ্য যেভাবে কেনেন যেভাবে সাজগোজের জিনিস কেনেন সেভাবে যদি বই এবং ছবি কেনেন তাহলে প্রকাশক, বই বিক্রেতা এবং শিল্পীরা খানিকটা আনুকূল্য পেতে পারেন এবং উপকৃত হতে পারেন। ফলে বইয়ের দাম বাড়ছে এটা নিয়ে খুব বেশি চিৎকার করে লাভ নেই। কিন্তু তার উপর একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। যেটা বাজার সর্বস্ব আজকের পৃথিবীতে সেই নিয়ন্ত্রণ আজ আর নেই। এখন কথা হচ্ছে যারা নিউজপ্রিন্টে ছাপতেন অনেক সময় সেই বই ছাপা কিন্তু আজ আর চলবে না। এমনকি পেঙ্গুইন প্রকাশকও কিন্তু এক সময় নিউজপ্রিন্টে বই ছাপতেন। আজকে কিন্তু মানুষের বইয়ের চেহারা এবং নজর অনেকটা বদলেছে। খুব ভাঙা টাইপ, খুব খেলো ছাপা, খুব বাজে কাগজ, বাজে বাইন্ডিং, খুব খারাপ মলাট এই দিয়ে কিন্তু আজকে আর বইয়ের বিপনন সম্ভব নয়। মুদ্রণ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তণের ফলে আজকে আমরা অনেকটা এগিয়েছি কিন্তু ছাপাছাপি ব্যাপারটা যেন আরও ভালো হয়। অনেক সময় দেখা যায় বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ছাপার মান খুব নিম্নমানের। সেই বই আর কেউ পড়বেই না। এই ব্যাপারটা যেন না থাকে। বই জ্ঞানের ভান্ডার ঠিকই। কিন্তু সেটাও তো একটা পণ্য। তবে পণ্য শব্দটিতে হয়তো অনেকেরই আপত্তি। কিন্তু সেটাও তো বিক্রয়যোগ্য জিনিস। ফলে সেটাকেও সুন্দর করে, দৃষ্টিনন্দন করে প্রকাশ করতে হবে। ফলে বইমেলা আরও প্রসারিত ইউক, আরও বিকশিত হউক। মানুষের মনে মনে বইমেলা ছড়িয়ে যাক। উপহার হিসাবে আজ থেকেই দামী জিনিসের পরিবর্তে বই উপহার দিন। যারা পরস্পরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে রয়েছেন তারা উভয়েই বই উপহার দিন। প্রেমিক প্রমিকাকে, প্রেমিকা প্রেমিককে বই উপহার দিন। আপনার শিশু সন্তানটিকে খেলনা বন্দুক, মেয়েদের বার্বি- ডল বা হাজার টাকার গিফট না দিয়ে তাকে বই হাতে তুলে দিন। এরকম আচরণগুলো যদি আমরা করতে পারি যেমন উপহার হিসাবে বিয়েতে, উপনয়নে, জন্মদিনে, বই হোক উপহার সামগ্রী। এতে করেই বইমেলা আরও সফল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। সর্ব ধর্মের মানুষ, সমস্ত জাতির মানুষ, সমস্ত ভাষার মানুষ বই মেলায় এসে সমবেত হবে।

(৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ)